স্বপ্নের শহর

জামিল হাসান সুজন

যুবকের আদি নিবাস ঢাকা। জীবনে এই প্রথমবারের মত রাজশাহীতে এসেছে - একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে। সেখানে একটি মেয়েকে তার ভাল লেগে যায়। প্রেম নিবেদন করে বসে এবং প্রত্যাখ্যাত হয়। লজ্জায় আর মনঃকষ্টে বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বের হয়ে আসে। অন্যমনষ্ক হয়ে হাঁটতে থাকে আর দেখতে থাকে অচেনা এই শহরটিকে। একসময় সে এসে দাঁড়ায় পদ্মার পাড়ে - কেন্দ্রীয় উদ্যান সংলগ্ন টি বাঁধে। তখন বিকেল বেলা- লোকজনের সমাগমে ভরপুর। গোধুলী বেলা- ধু ধু নদীর দিকচক্রবালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কি অপরুপ দৃশ্য! যুবকের অন্তঃকরণ কোমল হয়, এক অনির্বচনীয় ভাল লাগায় মন আচ্ছন্ন হয়। এক সময় সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমে আসে। ধীরে ধীরে লোক সমাগম কমে আসে, লোকজন ঘরের পথ ধরে। যুবক ঠাঁয় বসে থাকে বাঁধের উপর। রাত বাড়তে থাকে। এখন আর একটি প্রাণীও বাঁধের উপর নেই। আকাশে লক্ষ তারার মেলা, চাঁদ আর মেঘের লুকোচুরি। নিঃশব্দ রাত, শুধু শোনা যায় নদীর মৃদু স্রোতের শব্দ। রাত আরও গভীর হয়। যুবক বসেই থাকে। প্রত্যাখ্যানের লজ্জা , কষ্ট আর জ্বালা প্রশমিত হয়ে গেছে। নিশুতি রাতে এই অদ্ভুত মনোহর পরিবেশে যুবকের হৃদয়ে এক অদ্ভুত উপলব্ধি হয়। সামান্য এক রমণীর কাছে প্রেম নিবেদন অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা আর হাস্যকর বলে মনে হয়। বিশ্ব বিধাতা প্রকৃতির এই রুপের মাঝে অপরুপ হয়ে নিজেকে মেলে ধরেছেন। হায় বিধাতা, সারাটা জীবন শুধু তোমার চরণে মাথা নোয়াই আর তোমার মাঝেই হারাতে চাই। সংসারের এই পার্থিব তুচ্ছ স্থূল কামনা গুলো কি ভীষণ অর্থহীন! বসে বসে ভাবে যুবক। রাত ভোর হয়ে আসে। শেষ রাত্রির মৃদু হাওয়ার পরশে রাত্রি জাগা চোখ দুটি জুড়িয়ে যায়। উঠে দাঁড়ায় যুবক। অজানা এই শহরের পথ ধরে আবারও হাঁটা ধরে।

শহরঘেরা পদ্মপাড়ের বেড়ীবাঁধ, সারিবাধা শুকনো কাঁশবন খড়ি স্তুপ

পরবর্তীকালে এই যুবকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। আমার বাড়ি রাজশাহী শুনে বলেছিল, 'আপনি ভাগ্যবান, এমন একটা রোমান্টিক শহরে

আপনার জন্য।' সে আরও বলেছিল,'আমি সাইপ্রাসে পড়াশুনা করেছি, ইউরোপের বেশ কয়েকটি শহরে ঘুরেছি আর বাংলাদেশে তো অনেক শহরই দেখেছি তবে আমার দেখা শ্রেষ্ঠ শহর রাজশাহী আর আমার দেখা শ্রেষ্ঠ স্থান পদ্মাপাড়ের টি বাঁধ।'

আমি এখন অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নী শহরে বসবাস করছি। ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন জীবন। ছেড়ে এসেছি মাতৃভূমি বাংলাদেশ- ছেড়ে এসেছি আমার শৈশব কৈশোর যাপিত স্মৃতির শহর, স্বপ্নের শহর রাজশাহী। চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পায়- ঐ তো কাঁটাখালী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বি আই টি আর তালাইমারির মোড়- সোজা চলে গেল সাহেব বাজারের দিকে, আর ডান দিকে চলে গেলে পাওয়া যাবে ভদ্রার মোড়, রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশন, বাস টার্মিনাল। আরও কিছু দূর এগিয়ে গেলে বিন্দুর মোড়, বর্ণালী সিনেমা, মেডিক্যাল কলেজ, লক্ষ্মীপুর মোড় পেরিয়ে ল্যাবরেটরী স্কুল, স্কুলের পেছনে কাজিহাটা, ঐতো আমাদের বাড়ি 'ছায়ানীড়'। উঠানে করবী ফুলের গাছ, লাল ফুল ফুটে আছে। বারান্দায় বসে আমার মা উদাস হয়ে কত কিছু ভাবছে। চোখ খুলে দেখি আমি এই গ্রহের আরেক প্রান্তে। অজানা অচেনা মানুষ - তারা আমার বন্ধু নয় আত্মীয় নয় স্বজন নয়। এখানে আমার দুঃখিনী মা নেই, আছে নিয়ম শৃংখলার বেড়াজালে যান্ত্রিক আদর্শ তথাকথিত সুখী জীবন।

আমার সেই 'স্মৃতির গলি', হাজার মাইল হেঁটেছি যার বুকে, আজো বুঝি তাই আমায় সে দুর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, 'ওরে আয় ছুটে আমার শূন্যবুকে, ছেড়ে গেছিস আমায় কি এমন দুঃখে"

মন ছুটে যায় সেই অতি চেনা পথ ধরে। রেডিও সেন্টার, বাংলাদেশ ব্যাংক, সি এন্ড বি'র মোড়, নিউ ডিগ্রি কলেজ, জেলখানা, জেলখানার বৃহৎ দেওয়ালের পাশ ঘেসে ছোট্ট একটা কালী মন্দির- এখন সেটা ভেঙ্গে নতুন আঙ্গিকে তৈরি করা হয়েছে- মোজাইক ফিটিং, মজবুত গ্রীল, ভেতরে এক দিকে কালী মাতার মূর্তি, আরেক দিকে রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। গেলেই হয়তোদেখতে পাব আমার অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পদেশ ধুতি আর সাদা গেঞ্জি পরে পুজা অর্চনায় ব্যস্ত। ধর্মে কর্মে তার খুব মন, বিয়ে শাদী করেনি। মন্দিরের সাথে লাগোয়া একটি ঘরে সে থাকে, এই মন্দিরের দেখাশুনা করে। তার কথা মনে

হতেই দূর্গা পুজার কথা মনে হয়। সারা শহর কেমন উৎসবের রুপ নিত। বিজয়া দশমীর দিনে পদেশের বাড়িতে লুচি-বুঁদিয়া খাওয়ার ধুম। আহ! আজও স্মৃতির পাতায় জ্বল জ্বল করে।

সামনেই মাদ্রাসার ময়দান, বড় বড় সভা সমিতি এখানেই হয়। অনতিদূরে ঈদ্গাহ্ ময়দান- শহরের সবচেয়ে বড় ঈদের জামায়াত এখানে হয়। মিউজিয়ম পেরিয়ে সোজা রাস্তা চলে গেল রাজশাহী কলেজ, কলেজিয়েট স্কুল, সাহেব বাজারের দিকে। আর নদীর পাড় ঘেষে শেখ পাড়া এবং দরগা পাড়া, যেখানে হজরত শাহ্ মখদুম রুপোস (রঃ) এর মাজার শরিফ। এখানেই এই পূণ্যাত্মা ঘুমিয়ে আছেন। শাহ্ মখদুম ছিলেন বড় পীর হজরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ) এর দৌহিত্র। কথিত আছে তিনি পদ্মা নদী দিয়ে কুমিরের পিঠে করে এই শহরে প্রবেশ করেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্যেশ্যে। তৎকালে রাজশাহীতে মূর্তি উপাসক অত্যাচারী এক রাজা ছিলেন। তার সাথেই বাবা মখদুমের লড়াই হয় বর্তমানে ঠিক যেখানে রাজশাহী কলেজের খেলার মাঠ সেখানে। বাবা মখদুমের সাথে যুদ্ধে রাজা পরাজিত হয়। অত্যাচারের নাগ পাশ থেকে মুক্ত হয়ে রাজশাহীবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। শান্তির দূত হিসাবে আবির্ভূত হন হজরত শাহ্ মখদুম।

চৈত্রের দুপুরে পদ্মপাড়ের সেই আড্ডা আজো প্রবাসে মনে পড়ে

প্রতি বর্ষায় পদ্মার পানি বৃদ্ধি পায়, ফুলে ফেঁপে উঠে স্রোত। শহর রক্ষাকারী বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। শহর ডুবে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। রাজশাহীর মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস শাহ্ মখদুম বাবার দোয়া আছে- এত সহজে ডুবে যাবেনা এই শহর।

চোখের সামনে ভেসে উঠে রাজশাহী শহরের সবচেয়ে ব্যস্ততম এলাকা সাহেব বাজার। রহমানিয়ার সিঙ্গারা, মিষ্টান্ন ভান্ডারের মিষ্টি, গণক পাড়ার সেই বিখ্যাত চা আজও কি সেই রকমই আছে? সন্ধ্যায় বড় মসজিদের নিচে বন্ধুরা আড্ডা মারছে -এই তো দেখতে পাচ্ছি। শুনেছি বড় মসজিদ ভেঙ্গে আরও বৃহৎ করা হচ্ছে।

এখন তো আমের মৌসুম। মিষ্টি আমের সুবাসে ম ম করছে চারদিক। আমি

গন্ধ পাচ্ছি। আমি পৃথিবীর আরেক প্রান্তে- কিন্তু আমার অন্তর বিছানো আছে সেই স্বপ্নের শহরে। কারণ আমার শেকড় তো সেই মাটির নীচে গভীরভাবে প্রোথিত।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ১০/০৬/২০০৬